রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৯৫/১৩ই ফাল্গুন ১৪০১

এস, আর, ও নং ৩০-আইন/৯৫ শ্রওজ-১০/রায়-২/৯৪ (অংশ)—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর Section 37 (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নে উল্লিখিত মামলা-সমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিল, যথা :—

ক্রমিক নং	মামলার নাম ও নম্বর
১।	আই, আর, ও, (আপীল) কেস নং ২২/৯৪।
২।	আই, আর, ও, মালমা নং ৪১/৯৪।
৩।	সি, কেস নং ১৪/৯৪।
৪।	আই, আর, ও, মালমা নং ৪৭/৯৪।
৫।	সি, কেস নং ৪৮/৯২।
৬।	আই, আর, ও, কেস নং ২১/৯৪।

মূল্য : টাকা ৬.০০

ক্রমিক নং	মামলার নাম ও পদবী
৭।	আই, আর, ও, কেস নং ৩৮/৯৪।
৮।	ফৌজদারী কেস নং ৯/৯৪।
৯।	ফৌজদারী কেস নং ১০/৯৪।
১০।	ফৌজদারী কেস নং ১১/৯৪।
১১।	ফৌজদারী কেস নং ১২/৯৪।
১২।	পি, ডাব্লিউ, কেস নং ২/৯৩।
১৩।	আই, আর, ও, মামলা নং ৪৬/৯৪।
১৪।	ফৌজদারী মামলা নং ৫/৯৩।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোল্লা গোলাম সারওয়ার
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,
মহিষ বাথান, রাজশাহী।

আই, আর, ও (আপীল) কেস নং ২২/৯৪

আপীল্যান্ট : ১। দীন মুহাম্মদ, সভাপতি, রাজশাহী জেলা অটোটেম্পু শ্রমিক ইউনিয়ন, রাজশাহী।

২। মাহমুদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী জেলা অটোটেম্পু শ্রমিক ইউনিয়ন, রাজশাহী।

বনাম

রেসপনডেন্ট : রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : জনাব মো: আবদুর রশিদ, চেয়ারম্যান।
১। জনাব মো: আবুল হাশেম, মালিক পক্ষের সদস্য।
২। জনাব মো: রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষের সদস্য।

প্রতিনিধি : ১। জনাব মো: কোরবান আলী, আপীল্যান্ট পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব মো: আবু আহসান করিম, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

এটা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারা মতে একটি আপীল মোকদ্দমা। আপীলকারীগণের মোকদ্দমা নিম্নরূপ :

আপীলকারীগণ রাজশাহী জেলা অটো টেম্পু শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য এবং উক্ত ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদক হইতেছেন। রাজশাহী জেলার অটো টেম্পু শ্রমিকগণ তাহাদের নিজস্বার্থে ও হিতার্থে অটোটেম্পুর মোট ৮৩ জন সদস্য লইয়া 'রাজশাহী জেলা অটো টেম্পু শ্রমিক

ইউনিয়ন' নামে একটি শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেন, এবং প্রচলিত বিধি বিধান মতে তাহাদের একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। উক্ত শ্রমিক ইউনিয়ন এর সকল সদস্যদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত কমিটি পরিচালনার জন্য একটি ৮ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গত ২০-১-৯৪ইং তারিখে গঠিত হয়। কার্য্যকরি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত শ্রমিক ইউনিয়ন নিবন্ধন করার জন্য আপীলকারীগণ গত ২০-১-৯৪ ইং তারিখে রেসপনডেন্ট বরাবর এক দরখাস্ত আনয়ন করেন। উক্ত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন আপীলকারীগণের নিকট হইতে ৩-৩-৯৪ ইং তারিখের ৩৯৬ নং পত্রে উল্লেখিত মতে কিছু তথ্য এবং ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের জন্য কিছু কাগজাত ও দলিলাদি আবশ্যক মর্মে উল্লেখ করেন। আপীলকারী শ্রমিক ইউনিয়ন তথ্য, কাগজাত ও দলিলাদি সরবরাহ করেন। কিন্তু রেসপনডেন্ট গত ১৩-৪-৯৪ ইং তারিখে তাঁহার আরটিইউ/রাজ/৪৯১ নং স্মারকে আপীলকারীগণের ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন না করিয়া রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখান করেন। উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া আপীল কারীগণ অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন। যথা তাহাদের বক্তব্য এই যে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রত্যাখ্যান আদেশ স্থির থাকিতে পারে না।

রাজশাহী জেলায় মোট কতটি অটোটেম্পু রহিয়াছে সে সম্পর্কে রাজশাহী জেলা ট্রান্সপোর্ট কমিটি আপীলকারীগণকে প্রত্যায়ন পত্র দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। এমতাবস্থায় মাননীয় রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের উচিৎ ছিল রাজশাহী জেলা ট্রান্সপোর্ট কমিটির নিকট হইতে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করা। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্য করা উচিৎ ছিল যে আপীলকারীগণ তাহাদের সমিতি রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য যাবতীয় formality observe করিয়াছেন এবং তাঁহার রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া উচিৎ ছিল। আপলীকারীগণ তাহাদের ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন দানের জন্য আদেশ দানের প্রার্থনা করিয়াছেন।

রেসপনডেন্ট (রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন) লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মোকদ্দমার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। রেসপনডেন্টের কেস এই যে, ট্রেড ইউনিয়নটির আবেদনপত্রে উল্লেখিত ২০-১-৯৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৮০% শ্রমিক এর উপস্থিতির কথা বলা হইলেও ৮০% জন শ্রমিক বলিতে কতজন শ্রমিক উপস্থিত ছিল তাহার সংখ্যা বলা হয় নাই। ইউনিয়নটির দাখিলকৃত 'পি' ফরমে ৮৩ জন সদস্যের নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মোট কর্মরত শ্রমিকের ৩০% ভাগ উক্ত ইউনিয়নের সদস্য হইয়াছেন কি না তাহা জানা যায় নাই। রেসপন-ডেন্ট কতৃক উত্থাপিত ৩-৩-৯৪ ইং তারিখের আপত্তি পত্রে যে সব কাগজ ও দলিলাদি তলব করা হইয়াছিল তাহা সরবরাহ করিয়াছেন বলিয়া আপীলকারীগণ আরজিতে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু উহা সঠিক নহে কারণ রাজশাহী জেলায় মোট কতটি অটোটেম্পু রহিয়াছে, রাজশাহী জেলা ট্রান্সপোর্ট কমিটির নিকট হইতে তাহার প্রত্যায়ন পত্র আপীলকারীগণ দাখিল করেন নাই। আপীলকারীগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিতে পারেন নাই বলিয়া রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়।

নির্ধারণী বিষয় :

১। আপীলকারীগণ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইতে পারেন কি না।

সিদ্ধান্ত :

স্বীকৃত মতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আপীলকারীগণ (ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক) উহার রেজিষ্ট্রেশনের জন্য রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এর নিকট আবেদন করেন। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন তাঁহার ৩-৩-৯৪ ইং তারিখের ৩৯৬ নং পত্রে কতগুলি আপত্তি উত্থাপন করেন। আপীলকারীগণ আবেদন পত্রের ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নকে যে পত্র দিয়াছেন তাহার অনুলিপিও (প্রদর্শনী-২) আদালতে দাখিল করিয়াছেন। ১-৬ নং আপত্তি পুরণ করার যাবতীয় ব্যবস্থা আপীলকারীগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন মর্মে দেখা যাইতেছে। ৭নং আপত্তি প্রসংগে আপীলকারীগণ বলিয়াছেন যে, তাহারা রাজশাহী জেলা ট্রান্সপোর্ট কমিটির নিকট হইতে রাজশাহী জেলার টেম্পুর সংখ্যা এবং শ্রমিক সংখ্যা সম্পর্কে কোন প্রত্যায়ন পত্র পান নাই। উহাতে তাহারা বলিয়াছেন যে, সরকারী অফিস হইতে পত্র দ্বারা জানিতে চাহিলে ট্রান্সপোর্ট কমিটি প্রত্যায়ন পত্র পাঠাইয়া দিবেন আরও দেখা যাইতেছে যে আপীলকারীগণ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নকে ট্রান্সপোর্ট কমিটি। হইতে উক্ত প্রত্যায়ন পত্র সংগ্রহ করার আবেদন করিয়াছিলেন। আপীলকারীগণ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক ইস্যুকৃত ১৩-৪-৯৪ ইং তারিখের প্রত্যাখ্যান পত্র দাখিল করিয়াছেন (প্রদঃ-১)। উহাতে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন বলিয়াছেন যে রাজশাহী জেলা ট্রান্সপোর্ট কমিটির নিকট হইতে আপীলকারীগণ অটোটেম্পু সম্পর্কে প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ায় রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইল।

এমতাবস্থায় অত্র আদালত হইতে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথোরিটি, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি) হইতে অটোটেম্পুর তালিকা তলব করা হইলে সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি) বি, আর,টিএ, রাজশাহী ২৬-৭-৯৪ ইং তারিখের স্মারক নূলে অটোটেম্পু ও অটোরিক্সার তালিকা অত্র আদালতে প্রেরণ করেন। উহাতে ৫৭টি গাড়ীর নম্বর ও মালিকের নাম সরবরাহ করা হইয়াছে। মোক-দ্দমার প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত শুনানী অন্তে অত্র আদালতের ১৫-৮-৯৪ইং তারিখের আদেশে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যে, বি, আর, টি এ, (ট্রান্সপোর্ট কমিটি) রাজশাহী ৫৭ জন গাড়ীর মালিকে নাম ধাম ও গাড়ীর নম্বর সরবরাহ করেন, কিন্তু সংগঠনটি ৮৩টি গাড়ীর ৮৩ জন চালক সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে। উক্ত আদেশে বিক্রী ২৬টি গাড়ীর মালিকদের নাম, ধাম সংশ্লিষ্ট ড্রাইভারদের তথ্যাবলী তদন্তের জন্য আদালত আদেশ দেন। আপীলকারীগণকে উক্ত ২৬টি গাড়ীর মালিকে নাম ও ড্রাইভারদের নাম, ধাম রেজিষ্ট্রার এর নিকট দাখিল করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন উক্ত ২৬টি গাড়ীর নাম, ধাম প্রাপ্ত হইয়া উহা তদন্তের ব্যবস্থা করেন এবং তদন্ত করিয়া তদন্ত কর্মকর্তাগণ তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিলকরিয়াছেন (প্রদঃ-ক)। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হইয়াছে রাস্তায় চলাচলকারী কয়েকজন অটোটেম্পু চালককে উক্ত ২৬টি গাড়ীর চালকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহারা জানান যে গাড়ীর চালকেরা সব সময় নির্দিষ্ট কোন গাড়ীতে স্থায়ীভাবে কাজ করে না গাড়ী চালকদের গাড়ী অনেক সময় বদল হয়। তবে উহা লিষ্ট অনুযায়ী ৮৩টি গাড়ীর মধ্যেই অদল বদল হইয়া থাকে। তদন্ত রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে উল্লেখিত ২৬টি গাড়ীর মধ্যে কিছু সংখ্যক গাড়ীর ব্লু-বুক পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে গাড়ীগুলি বি, আর, টি, এ, রাজশাহী হইতে নবায়ন করা হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক গাড়ী ঢাকা হইতে নবায়ন করা হইয়াছে। তবে তালিকায় উল্লেখিত প্রায় সকল গাড়ী রাজশাহীতে চলাচল করিতেছে এবং পি' ফরমে উল্লেখিত সকল সদস্যেরই বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স রহিয়াছে।

উক্ত ২৬টি গাড়ীর ড্রাইভার, গাড়ীর নম্বর এবং মালিকদের নাম সম্বলিত তালিকাটি প্রদর্শনী খ-চিহ্নিত হইয়াছে। উক্ত গাড়ীগুলির ব্লু-বুকগুলি প্রদর্শনী-গ সিরিজ চিহ্নিত হইয়াছে। শ্রম দপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক প্রদত্ত তদন্ত রিপোর্টে (প্রদঃ-ক) বলা হইয়াছে যে 'পি' ফরমে উল্লেখিত সকল (৮৩ জন) সদস্যেরই বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স রহিয়াছে। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্ত ড্রাইভারগণের ইউনিয়নের সদস্য হইতে আইনগত কোন বাধা নাই। স্বীকৃত মতে আপীলকারী গণ ট্রান্সপোর্ট কমিটি, রাজশাহী হইতে অটোটেম্পু ও অটো রিক্সার তালিকা আনয়ন করি রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের কাছে দাখিল করিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক আদালতে তলব মতে সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি) বি, আর, টি, এ, রাজশাহী অটোটেম্পু অটো রিক্সার তালিকা আদালতে প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত তালিকায় ৫৭টি গাড়ীর নম্বর ও নাম, ধাম দেওয়া হইয়াছে। বাকী ২৬টি গাড়ী রাজশাহী বি,আর,টি,এ, অফিসে রেজিষ্টিকৃত নহে। কিন্তু রেজিষ্ট্রার

অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক তদন্তে পাওয়া গিয়াছে যে বক্রী ২৬টি গাড়ী ও রাজশাহী এলাকায় চলাচল করে এবং উহাদের ড্রাইভারগণ ও তথা 'পি' ফরমে উল্লেখিত ৮৩ জন ড্রাইভার সকলেরই বৈধ লাইসেন্স রহিয়াছে। যেহেতু "বক্রী" ২৬ জন ড্রাইভার ও রাজশাহী বি,আর,টি,এ, এলাকায় অটোটেম্পু ও অটো রিক্সা চালাইয়া থাকেন সেহেতু তাহারাও প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য হইতে পারেন। প্রতিপক্ষের মাধ্যমে উল্লেখিত অন্যান্য আপত্তিগুলির উপর (যাহা গুরুত্বপূর্ণ নহে) প্রতিপক্ষ শুনানীকালে গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। সুতরাং উক্ত আপত্তিগুলি উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

বর্ণিত আলোচনা দৃষ্টে দেখা যায় যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি রেজিষ্ট্রেশন পাইতে হকদার বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

আদেশ হইল যে,

অত্র আপীল মোকদ্দমা দ্বিপক্ষ শুনানীতে মঞ্জুর হয়। প্রতিপক্ষ (রেসপনডেন্টড) রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা অটোটেম্পু শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করিবেন। পক্ষগণকে জ্ঞাত করানো হউক।

স্বা
মোঃ আবদুর রশিদ,
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আমার কথিত মতে লিখিত ও
আমার দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।

মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
অনুলিপিকারক : জা, নেসা।

প্রত্যায়ন অবিকল অনুলিপি
মোঃ খোরশেদুল হক ভুঞা
রেজিষ্ট্রার
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

তুলনাকারক :
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,
মহিষবাথান, রাজশাহী ।

আই,আর,ও, মামলা নং ৪১/৯৪

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী————১ম পক্ষ

-: বনাম :-

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
রাজশাহী বেসরকারী ইলেকট্রিক শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৯৫৬), গনকপাড়া, রাজশাহী————২য় পক্ষ ।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আবদুর রশিদ, চেয়ারম্যান ।

আদেশ নং ৩ তারিখ-৩০-১১-৯৪

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষপত্তির জন্য ধার্য আছে । প্রথম পক্ষের প্রতিনিধি হাজিরা প্রদান করিয়াছেন । দ্বিতীয় পক্ষ কোন পদক্ষেপ নেয় নাই । মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠন করা হইল ।

দরখাস্তকারী রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে শুনিলাম । প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যে তাহারা ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিন বৎসরের বার্ষিকরিটার্ন দাখিল করেন নাই । প্রতিপক্ষ মোকদ্দমায় হাজির হন নাই । বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করা হইল । মোকদ্দমা প্রমাণিত হইয়াছে ।

আদেশ হইল যে,

অত্র মোকাদ্দমা একতরফা সূত্রে মঞ্জুর হয় । দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ, রাজশাহী বেসরকারী ইলেকট্রিক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি নং রাজ ৯৫৬) এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতি দেওয়া গেল ।

স্বাঃ-মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী ।

অনুলিপিকারক : জা, নেসা ।
৩০-১১-৯৪ইং

তুলনাকারক :- জা, নেসা
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী ।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী ।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,
মহিমবাথান, রাজশাহী।

সি,কেস নং ১৪/৯৪

দরখাস্তকারী :-মো: হীরু মিয়া, পিতা মৃত মুন্নাফ মিয়া, প্রযত্নে ইকবাল ব্রাদার্স, টেউটিন বিক্রেতা, দেওয়ান বাড়ী রোড, পো:-রংপুর-৫৪০০, জেলা রংপুর।

বনাম

প্রতিপক্ষ :- সোনা মিয়া, মালিক, মেসার্স সোনা বেকারী, সারাই আমবাগান (কাইশু বাজার), পো: হারাগাছ, জেলা রংপুর।

উপস্থিত :-জনাব মো: আবদুর রশিদ,
চেয়ারম্যান।

১। জনাব মো: আজিজুর রহমান, মালিক পক্ষের সদস্য।
২। জনাব মো: আ: সত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষের সদস্য।

প্রতিনিধি :-১। মি: চিত্র রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
আদেশ নং-৭ তাং-১৬-১১-৯৪

মোকাদ্দমাটি একতরফা রায়ের জন্য লওয়া হইল। দরখাস্তকারী মো: হীরু মিয়ার জবানবন্দি ইতিপূর্বেই লওয়া হইয়াছে। সদস্যদের সহিতও পরামর্শ করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারী প্রদত্ত প্রিভান্স পিটিশন প্রদ-১ এবং উহার পোষ্টাল রেজিষ্ট্রেশন রিসীট প্রদ ১(ক) এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারী বরাবর প্রেরিত চিঠি প্রদ-২ চিহ্নিত হইয়াছে। দরখাস্তকারীর জবানবন্দি ও দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা করিলাম। মোকদ্দমা প্রমাণিত হইয়াছে।

আদেশ হইল যে,

অত্র মোকদ্দমা একপক্ষ বিচারে মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে বকেয়া বেতন বাবদ ৩৭৫০·৩০ টাকা, নোটিশ বেতন ২০০০·০০ টাকা, ক্ষতিপূরন ৩৫০০·০০ টাকা, অর্জিত ছুটি বাবদ ৫০০·০০টাকা এবং উৎসব ছুটি বাবদ ১০০০·০০ টাকা সর্বমোট ১০৭৫০।০০ টাকা পাইবেন। প্রতিপক্ষ অত্র আদেশ প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দরখাস্তকারীকে দিবেন।

পক্ষদ্বয়কে জ্ঞাত করানো হোক।

স্বা:/- মো: আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক : জা, নেসা।
২৬-১১-৯৪ইং

তুলনাকারক : জা, নেসা
ভারপ্রাপ্ত পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

মো: খোরশেদল হক ভূঞা
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,
মহিমরাখান, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৪৭/৯৪

প্রার্থক :- ১। সভাপতি, সুজন মেটাল প্রডাক্টস শ্রমিক ইউনিয়ন (প্রস্তাবিত), বগুড়া কটন স্পিনিং শ্রমিক ইউনিয়ন অফিস সংলগ্ন, রংপুর রোড, বগুড়া।

২। সাধারণ সম্পাদক, সুজন মেটাল প্রডাকটস শ্রমিক ইউনিয়ন (প্রস্তাবিত), বগুড়া কটন স্পিনিং শ্রমিক ইউনিয়ন অফিস সংলগ্ন, রংপুর রোড, বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ:-রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত:—জনাব মো: আবদুর রশিদ,
চেয়ারম্যান।

আদেশ নং-২, তারিখ-১৪-১২-৯৪

নথি উপস্থাপন করা হইল। সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক, সুজন মেটাল প্রডাক্টস শ্রমিক ইউনিয়ন (প্রস্তাবিত), রংপুর রোড, বগুড়া দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে দরখাস্ত-কারীগণ জানিতে পারেন যে সকল সদস্যগণ ইউনিয়ন পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন বিধায় আর মোকদ্দমা চালাইতে আগ্রহী নহে তাহার কারনে মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য প্রার্থনা করেন। বিবাদী পক্ষকে নোটিশ জারী করা হয় প্রসেস সার্ভারের মাধ্যমে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব আলা-উদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। দরখাস্তকারীদের আইনজীবীকে শুনিলাম। প্রার্থনা মঞ্জুর

আদেশ হইল যে,

দরখাস্তকারীগণকে মোকদ্দমা তুলিয়া নিতে অনুমতি দেওয়া হইল।

স্বা:-মো: আবদুর রশিদ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক:-জা, নেসা।
১৪-১২-৯৪ইং

তুলনাকারক :-
পেশকার,
শ্রম আদলত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
মো: খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আলদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত

মহিষবাথান, রাজশাহী।

সি, কেস নং ৪৮/৯২

দরখাস্তকারী :- মোঃ আবুল কাসেম মণ্ডল (বরখাস্ত), মৌসুমী ফাইনাল মোলাসেস রেকর্ডার, রসায়ন বিভাগ, রতিফ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

বনাম

প্রতিপক্ষঃ- মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল (সীমিত), মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা

উপস্থিত :- জনাব মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান।

১। জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, মালিক পক্ষের সদস্য।
২। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান, শ্রমিক পক্ষের সদস্য।

প্রতিনিধিঃ- ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব এ, কে, মোঃ শামছুল আবেদীন, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

এটা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারাধীন একটি মোকদ্দমা। দরখাস্তকারীর কেস নিম্নরূপ :—

দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে ১৮-১১-৮৪ইং তারিখে মৌসুমী ফাইনাল মোলাসেস রেকর্ডার (রসায়ন বিভাগ) এর স্থায়ী পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সহিত চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। ৬-২-৯২ইং তারিখে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে এক সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগের অবতারণা করিয়া ১৫-২-৯২ইং তারিখে শো-কজ নোটিশ প্রদান করেন। দরখাস্তকারী উক্ত অভিযোগের ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক বর্ণনা করিয়া ২২-২-৯২ইং তারিখে জবাব দেন। প্রতিপক্ষ উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে কোনরূপ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত না করিয়া এবং দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া বে-আইনীভাবে ও কর্তৃপক্ষের খেয়াল খুশীমত তদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া দরখাস্তকারীকে ভয়ভীতি দেখাইয়া তাহার নাম সই করিয়া লইয়া ৬-২-৯২ইং তারিখে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ দান করিয়া সাপ্তাহিক ছুটি বাদে প্রত্যহ সকাল ৮.০০টায় নিরাপত্তা অফিসে হাজিরার নির্দেশ দেন। অতঃপর প্রতিপক্ষ ৩-৪-৯২ইং তারিখের এক দপ্তরাদেশের দ্বারা দরখাস্তকারীকে কাজে যোগদান করিতে বলিলে দরখাস্তকারী ৪-৪-৯২ইং তাহার স্বপদে যোগদান করেন। অতপর প্রতিপক্ষ কর্তব্যরত প্রহরী ও হাবিলদার, ডি সি সি সাহেবের সহিত যোগসাজস করিয়া মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা ঘটনার সৃষ্টি করিয়া ও মিথ্যা তদন্ত প্রতিবেদনের অজুহাতে দরখাস্তকারীকে গত ১-১০-৯২ইং তারিখে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী ১০-১০-৯২ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রিভান্স পিটিশন দাখিল করিয়া চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য আবেদন করেন। প্রতিপক্ষ ২৫-১০-৯২ইং তারিখে উক্ত দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করেন। তজ্জন্য অত্র মোকদ্দমার কারন উদ্ভব হইয়াছে।

ঘটনার দিন অর্থাৎ ৫-২-৯২ইং তারিখে দরখাস্তকারীর কাজের ডিউটি ছিল রাত ৮টা হইতে সকাল ৮টা পর্যন্ত। ডিউটি পালনকালে দরখাস্তকারী হঠাৎ অসুস্থতার কারনে ডিউটি পালনে অসুবিধা বোধ করায় রাত ১২টার দিকে উক্ত বিভাগে কর্মরত বয়েলিং হাউজ রেকর্ডার জনাব ফেরদৌস আলমকে বলিয়া এবং সিফট কেমিষ্ট তথায় না থাকায় তাহাকে বলার কথা বলিয়া তাহার নিজস্ব সাইকেল যোগে মেইন গেট দিয়া বাড়ী চলিয়া যায়। পরদিন অর্থাৎ ৬-২-৯২ইং তারিখে তাহার অসুস্থ্যতাজনিত ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ ছুটির আবেদন করেন কিন্তু ডি সি সি সাহেব উক্ত ছুটি মঞ্জুর না করিয়া যোগসাজোস করিয়া তথা-কথিত মিথ্যা ঘটনার অবতারণা করিয়া দরখাস্তকারীকে প্রতিষ্ঠানের মেকানিকাল বিভাগের কিছু মালামাল চুরির অভিযোগ উথাপন করিয়া প্রতিশোধ নিবার মানসে জড়িত করিয়াছেন। দরখাস্তকারী ঘটনার সহিত আদৌ জড়িত নহে। দরখাস্তকারী সম্পূর্ণ নির্দোষ।

প্রকাশ থাকে যে ঘটনার পূর্বে দরখাস্তকারীর আত্মীয়-স্বজন মিল দেখার জন্য আসিলে মিলে ঢোকার ব্যাপারে নিরাপত্তা প্রহরীর সহিত দরখাস্তকারীর কথা কাটাকাটি হয়। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী কেন্টিনে ভাত খাওয়ার সময় ডি সি সি সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলে আসিতে দেরী হওয়ায় ডি সি সি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে ডি সি সি সাহেব দরখাস্তকারীকে ভীষণ গালি-গালাজ করে এবং তাহার মুখের উপর কথা বলার জন্য দরখাস্তকারী কিভাবে চাকরী করে তাহা দেখিয়া নিবে বলিয়া ভয় দেখান। ইহাছাড়া মোলাসেস ট্যাংকের দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বের ড্রেনে কতিপয় কর্মচারী পায়খানা প্রস্রাব করায় দুর্গন্ধ হওয়ায় দরখাস্তকারী ড্রেনটির যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে উক্ত কমচারীরা দরখাস্তকারীর উপর ক্রোধান্বিত হয়। উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরই ডি সি সি সাহেব কর্মব্যরত নিরাপত্তা প্রহরী হাবিলদারের সহিত যোগসাজোস ও চক্রান্ত করিয়া তথাকথিত ঘটনার অবতারণা করিয়া প্রতিশোধ নেবার মানসে কর্তৃপক্ষের সহিত যোগসাজোস করিয়া ডি সি সি ও তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবকে বাধ্য করিয়া মিথ্যা তদন্ত রিপোর্ট হাসিল করিয়া দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বে-আইনীভাবে ডিসমিস করিয়াছেন।

দরখাস্তকারী পিছনের বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল আদেশ দানের প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রতি-পক্ষ এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। তাহার মতে দরখাস্ত-কারীর মোকদ্দমা অত্রাকারে ও বিভিন্ন কারনে অচল। শত্রুতামূলকভাবে ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া কোনরূপ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত না করিয়া দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া বে-আইনীভাবে তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে মর্মে দরখাস্তকারী যে উক্তি করিয়াছেন প্রতিপক্ষ তাহা অস্বীকার করেন। প্রতি-পক্ষের কেস এই যে দরখাস্তকারী রংপুর চিনিকলে অস্থায়ী মৌসুমী ফাইনাল মোলাসেস রেকর্ডার পদে রসায়ন বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন ইং ৬-২-৯২ তারিখ ভোর ৫.০০ টার দিকে বাই-সাইকেল চড়িয়া ট্রাক/ট্রাক্টর ইনগেট দিয়া বাহিরে যাওয়ারকালে কর্তব্যরত নিরাপত্তা প্রহরী ও হাবিলদার দরখাস্তকারীর সাইকেলের কেরিয়ারে কম্বলের মধ্যে ১০ পাউণ্ড এম এস ইলেক-ট্রডস্, ২ পাউণ্ড সি আই ইলেকট্রড ও ১০ পাউণ্ড ব্রাশ রড উদ্ধার করেন যাহা দরখাস্তকারী চুরি করিয়া মিলের বাহিরে নিয়া যাইতেছিলেন। দরখাস্তকারী মিলকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া অন্যায়ভাবে নিজে লাভবান হওয়ার জন্য উক্ত মালামাল নিয়া মিলের সদর দরজা দিয়া বাহির না হইয়া ট্রাক/ট্রাকটর ইনসেট দিয়া মিলের বাহিরে যাইতেছিলেন। দরখাস্তকারী পালাই-বার চেষ্টা করিলে হাবিলদার আবু তালেব, নিরাপত্তা প্রহরী আবুল হোসেন ও সুলতান মাহমুদ এবং আনছার রফিকুল ইসলাম তাহাকে আটক করে এবং নিরাপত্তা অফিসের মধ্যে রাখিয়া বাহির হইতে তালাবদ্ধ করিয়া রাখে। পরে দরখাস্তকারী অনুমান ৬.০০ টার দিকে নিরাপত্তা অফিসের জানালা ভাংগিয়া পালাইয়া যায়, তাহার সাইকেল, একটি কম্বল ও চাদর রাখিয়া নিরাপত্তা প্রহরী সুলতান মাহমুদ উক্ত মর্মে লিখিত অভিযোগ পেশ করিলে কর্তৃপক্ষ মিলের সম্পদ চুরি করার গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে ৬-২-৯২ইং তারিখের পত্র দ্বারা দরখাস্ত-কারীকে সাময়িক বরখাস্ত করেন এবং ১৩-২-৯২ইং তারিখের এক সূত্র দ্বারা এক অভিযোগ

পত্র দরখাস্তকারীর উপর জারী করেন। দরখাস্তকারী উক্ত চরিত্র হনন অন্য ধারায় প্রবাহিত করার কুমতলবে রংপুর সুগার মিলের উপ-প্রধান, রসায়ন বিভাগ, বরাবর মিথ্যা অসুখের অজুহাতে ইং ২৩-২-৯২ তারিখে ante dated Medical Certificate যোগাড় করিয়া দরখাস্ত ৭-২-৯২ইং তারিখ বসাইয়া এক মাসের ছুটির আবেদন করেন। উক্ত দরখাস্ত ২৩-২-৯২ তারিখে দপ্তরে দাখিল হয়। উহাতে নোটিং হয় যে দরখাস্তকারীকে ৬-২-৯২ তারিখ ভোর ৪ ঘটিকার পর হইতে কর্মস্থলে পাওয়া যায় নাই। দরখাস্তকারী ফুলছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্পের ডাক্তার নৃপেন্দ্র নাথ বর্মনের যোগসাজোসে বিনা অসুখে এবং বিনা চিকিৎসায় ইং ৬-২-৯২ তারিখে দেখাইয়া ante-dated মেডিকেল সার্টিফিকেট হাসিল করিয়া ২৩-২-৯২ ইং তারিখে ante-date ৭-২-৯২ তারিখে বসাইয়া ছুটির দরখাস্ত দাখিল করেন।

দরখাস্তকারী অভিযোগ পত্র পাইয়া উহার জবাব দাখিল করেন। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া উক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সাক্ষ্য দিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারী তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইয়া যথাযথ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের যথাযথ সুযোগ গ্রহন করেন। তদন্ত কালে দরখাস্তকারী তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেন নাই। তদন্ত কমিটি তদন্ত কালে দরখাস্তকারীসহ ২৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কারনে তদন্ত কার্যে ইংরেজী ১৫-৮-৯২ তারিখ পর্যন্ত সময় লাগে। তদন্ত কার্যে দীর্ঘদিন সময় লাগায় দরখাস্তকারীর সাময়িক বরখাস্তের মেয়াদ ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ায় আইনানুগ কারনে তাহাকে তদন্ত সাপেক্ষে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্ত করায় প্রতিপক্ষ আইনানুসারে ১-১০-৯২ইং তারিখের পত্র দ্বারা দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করেন। বরখাস্তের পূর্বে প্রতিপক্ষ gravity of the misconduct previous service, records, aggravating and extenuating circumatances বিবেচনা করিয়াছিলেন কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ উক্তরূপ মন্তব্য দরখাস্তকারীর ডিস মিসাল আদেশে উল্লেখ করা হয় নাই। পলায়নকালে দরখাস্তকারী কর্তৃক ফেলে যাওয়া সাইকেল, কম্বল ও গায়ের চাদর রংপুর চিনিকলের কতৃপক্ষের হেফাজতে আছে। প্রাথকের বিরুদ্ধে কেহ যোগসাজোস বা শত্রুতা করে নাই।

মিল কর্তৃপক্ষকে হয়রানী জোরদার করার জন্য দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। মোকদ্দমায় খরচাসমেত ডিসমিসযোগ্য।

নির্ধারণী বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা রক্ষণীয় কি না।

২। দরখাস্তকারী তদন্তকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাইয়াছিলেন কি না।

৩। শত্রুতা ও আক্রোশবশতঃ দরখাস্তকারীকে দরখাস্ত করা হইয়াছে কি না।

৪। দরখাস্তকারী কি প্রতীকার পাইতে পারেন ?

সিদ্ধান্তঃ

নির্ধারণী বিষয়-(১)

শুনানীকালে অত্র বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু অত্র বিষয়ের মধ্যে কোন সারবত্তু (Substance) নাই। সুতরাং ইহা না সূচকভাবে নিষ্পত্তি করা হইল।

২ ও ৩ নং নির্ধারণী বিষয়

আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল।

দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি ৬-২-৯২ইং ভোর ৫.০০ টায় সময় বাই-সাইকেলে চড়িয়া ট্রাক/ট্রাকটর ইনসেট দিয়া বাহিরে যাওয়াকালে কর্তব্যরত নিরাপত্তা প্রহরী ও হাবিলদার তাহার সাইকেলের কেরিয়ারে কম্বলের মধ্যে ১০ পাউণ্ড এমএস ইলেকট্রডস, ২ পাঃ সি আই ইলেকট্রড ও ১০ পাঃ ব্রাশ রড উদ্ধার করে যাহা দরখাস্তকারী চুরি করিয়া বাহিরে নিয়ে যাইতে ছিলেন। দরখাস্তকারী পালাইবার চেষ্টা করিলে হবিলদার আবু তালেব, নিরাপত্তা প্রহরী আবুল হোসেন ও সুলতান মাহমুদ এবং আনছার রফিকুল ইসলাম তাহাকে আটক করে এবং নিরাপত্তা অফিসের মধ্যে আটক করিয়া বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া রাখে, পরে দরখাস্তকারী অনুমান ৬.০০ টার দিকে অফিসের তালা ভাংগিয়া পালাইয়া যায়।

দরখাস্তকারীর কেস এই যে তিনি মিলে কর্মরত থাকা অবস্থায় ৫-২-৯২ইং রাত বারোটার দিকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডিউটি পালনে অসুবিধা বোধ করায় বয়লিং হাউজ রেকর্ডার ফেরদৌস আলমকে বলিয়া নিজস্ব সাইকেলে মেইন গেট দিয়া বাড়ী চলিয়া যান। পরদিন ৬-২-৯২ইং তারিখে ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ ছুটির আবেদন করে কিন্তু ডি সি সি সাহেব ছুটি মঞ্জুর না করিয়া যোগসাজোসক্রমে মিথ্যা ঘটনার অবতারনা করিয়া মেকানিক্যাল বিভাগের কিছু মালামল চুরির অভিযোগে দরখাস্তকারীকে জড়িত করিয়াছে প্রতিশোধ নেবার কুমতলবে। দরখাস্তকারীর বক্তব্য এই যে তিনি একদিন টিফিন করতে কেন্টিনে গেলে ডিসিসি সাহেব তাহাকে ডাকিয়া আনেন এবং আসিতে বিলম্ব হওয়ার জন্য কথা কাটাকাটি হয় এবং ডিসিসি সাহেব তাহার চাকুরী খতম করার ভয় দেখায়। দরখাস্তকারীর আত্মীয় স্বজন মিল দেখিতে আসিলে নিরাপত্তা প্রহরী বাধা দেওয়ায় নিরাপত্তা প্রহরীর সহিতও দরখাস্তকারীর বচসা হয় মর্মেও দরখাস্তকারীর বক্তব্য রাখেন। মিলের কতিপয় কর্মচারী একটি ড্রেনে পায়খানা প্রশাব করিতে থাকিলে দরখাস্তকারী উহা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তাহারা দরখাস্তকারীর প্রতি রাগান্বিত হয় মর্মেও দরখাস্তকারীর আরজিতে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অভিযোগ এই ডিসিসি সাহেবেই কর্তব্যরত নিরাপত্তা প্রহরী হাবিলদারের সহিত যোগসাজোস ও চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা চুরির ঘটনার অবতারনা করিয়াছেন এবং কতৃপক্ষের সহিত যোগসাজোস করিয়া এবং তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানকে বাধ্য করিয়া মিথ্যা তদন্ত রিপোর্ট হাসিল করিয়া দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন।

দরখাস্তকারী বিরুদ্ধে ১৩-২-৯২ইং তারিখে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (প্রদ-১) আনয়ন করা হয়। দরখাস্তকারী ২২-২-৯২ইং তারিখে উক্ত অভিযোগের জবাব (প্রদ-২) প্রদান করিয়াছেন উক্ত জবাবে দরখাস্তকারী ডিসিসি বা নিরাপত্তা প্রহরীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই উথাপন করেন নাই। জবাবের ৬ প্যারায় দরখাস্তকারী রসায়ন বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে এবং মোলাশেস ট্যাংকের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে ড্রেনে মলমূত্র ত্যাগকারী "কতিপয় কর্মচারীর" বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন যে তিনি (দরখাস্তকারী) উক্ত ড্রেনে যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় উক্ত কর্মচারীরা আক্রোশ তাহাকে হয়রানী ও তাহার চাকুরীর ক্ষতি করার অসৎ উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলে কথিত মিথ্যা কাহিনীর অবতারনা করিয়াছেন। দরখাস্তকারী তাহার জবাবে ডিসিসি বা নিরাপত্তা প্রহরীরা তাহার প্রতি কোন আক্রোশ পোষণ করিত বলিয়া বলেন নাই। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারী তাহার আরজিতে ডিসিসি এবং নিরাপত্তা প্রহরীদের বিরুদ্ধে শত্রুতার যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। আর ড্রেনে মলমূত্র ত্যাগকারী কর্মচারীদের নাম দরখাস্তকারী কৈফিয়তের জবাবে বা আরজিতে উল্লেখ করেন নাই।

ঘটনার পরে দরখাস্তকারী যে ছুটির আবেদন করিয়াছিলেন উহার ফটোকপি (প্রদ-খ) প্রতিপক্ষ দাখিল করিয়াছেন। দরখাস্তকারী ছুটির দরখাস্তে তারিখ নিয়াছেন ৭-২-৯২ইং। কিন্তু আরজিতে দরখাস্তকারী বলিয়াছেন যে তিনি ৬-২-৯২ইং তারিখে ছুটির আবেদন করিয়াছিলেন ডাক্তারী সার্টিফিকেট সহ। ডাক্তারী সার্টিফিকেট (প্রদ-খ-১) এ তারিখ দেওয়া আছে "৬-২-৯২ইং"। প্রতিপক্ষের কেস এই যে দরখাস্তকারী ২৩-২-৯২ তারিখে ছুটির আবেদন করেন উহাতে পূর্ব তারিখে (an'-da'ed) বসাইয়া ছুটির আবেদন ডিসিসি এর অফিস নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন: "জনাব আবুল কাসেম মোলাসেস রেকর্ডার ৫-২-৯২ইং রাত্রী ৮.০০টা থেকে পরদিন সকাল ৮.০০টা পর্যন্ত ডিউটিতে থাকার কথা কিন্তু পরদিন অর্ধ ১-২-৯২ইং তারিখ ভোর ৪.০০ টার পর হইতে তাহাকে তাহার কর্মস্থলে পাওয়া যায় নাই এ ব্যাপারে পূর্বে নোট দেওয়া হইয়াছে। অফিস সূত্র নং রচিক/সংস্থাপন/এ/২৫/৯২/২৭৮ তাং ৬-২-৯২ইং তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। গত ৬-২-৯২ইং তারিখ হইতে সে তাহার কর্তব্য কাজে অনুপস্থিত রহিয়াছে। সদয় অবগতি ও যথাযথ বিবেচনার জন্য পেশ করা হইল। স্বঃ অস্পষ্ট তাং ২৩-২-৯২, কারখানা ব্যবস্থাপক সমীপে। "দেখা যাইতেছে যে যদিও দরখাস্তকারী দরখাস্তে "৭-২-৯২ইং তারিখ দিয়াছে বস্তুত পক্ষে উহা ২৩-২-৯২ইং দাখিল হইয়াছে অবশ্য ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ। ছুটির দরখাস্তটি ডি,সিসি (Deputy Chief Chemist) এর কাছে/অফিসে পেশ করা হইয়াছে। ডিসিসির সহিত দরখাস্তকারীর শত্রুতার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। ডিসিসি সাহেব দরখাস্তকারীর দরখাস্তটি ৭-২-৯২ইং তারিখে পাইয়া থাকিলে উহা চাপা দিয়া ২৩-২-৯২ইং তারিখে উক্তরূপ নোট দিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বরং দরখাস্তকারীই ছুটির দরখাস্তে "৭-২-৯২ইং তারিখ লিখিয়া উহা ২৩-২-৯২ইং তারিখে দাখিল করিয়াছেন। দীর্ঘদিন পরে ছুটির দরখাস্ত দাখিল করা এবং উহাতে পূর্বের তারিখ বসানো দরখাস্তকারীর দুর্বলতা ও মিথ্যাচারই প্রমাণ করে। দরখাস্তকারীর ছুটির দরখাস্ত ও ডাক্তারী সার্টিফিকেট সম্পর্কে পরে আরো আলোচনা করা হইবে। দরখাস্তকারী আবুল কাশেম মণ্ডল জেরায় স্বীকার করেন যে মিল চালাকালে মিলের ডিসপেনসারী ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে তাহার বাড়ী মিল থেকে উত্তর দিকে ১ মাইল দূরে। তিনি বলেন, তাহার মেডিকেল সার্টিফিকেট দাতা ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ বাবু সরকারী ডাক্তার এবং অফিস সময়ের পরে প্রাইভেট প্রাকটিস করেন এবং তাহার ভাষায় দরখাস্তকারীর বাসা থেকে দুই মাইল দূরে। মিলে ডিসপেনসারী থাকা সত্বেও রাত বারোটার সময় দরখাস্তকারী অসুস্থ হইয়া পড়িয়া কেন চিকিৎসার জন্য মিলের ডিসপেনসারীতে না গিয়া সরাসরি বাড়ী চলিয়া গেলেন তাহার কারন তিনি আরজীতে উল্লেখ করেন নাই। তাহার এ আচরণ সন্দেহজনক। দরখাস্তকারী তাহার ছুটির দরখাস্তে (প্রদ-খ) বলিয়াছেন যে ৬-২-৯২ইং রাত বারোটার পর পেটের অসাধারণ ব্যাথায় বাড়ী চলিয়া যান এবং পরদিন সকালে ডাক্তার ডাকা হয় এবং তাহার পরামর্শ মত চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু দরখাস্তকারীর দাখিলি ডাক্তার নৃপেন্দ্র নাথ বর্মন এর সার্টিফিকেটে বলা হইয়াছে দরখাস্তকারী "৬-২-৯২ইং বিকাল হইতে (Pepticulcer) অসুখের জন্য আমার চিকিৎসাধীন আছেন।" দরখাস্তকারীর দাখিলী মেডিকেল সার্টিফিকেট ও তাহার কেস পুরাপুরি সমর্থন করে না। দরখাস্তকারী ছুটির দরখাস্তে বলেন "সকাল বেলা" ডাক্তার ডাকা হয়। কিন্তু ডাক্তারী সার্টিফিকেট বলা হইয়াছে ৬-২-৯২ইং বিকাল হইতে তিনি ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ বর্মনের চিকিৎসাধীন। জেরায় দরখাস্তকারীকে সাজেশন দেওয়া হয় যে তিনি ডাক্তার নৃপেন্দ্র নাথ বর্মনের চিকিৎসা গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য তিনি এ সাজেশন অস্বীকার করেন। যাহা হোক তাহার ছুটির দরখাস্ত ও ডাক্তারী সার্টিফিকেটের মধ্যে গরমিল রহিয়াছে যাহা একটু আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ তদন্ত রিপোর্টে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ফটোকপি প্রদ-ক সিরিজ দাখিল করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে তদন্ত কমিটি বিস্তারিত তদন্ত করিয়াছেন এবং ২৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ২৫নং সাক্ষী হইল দরখাস্তকারীর মেডিকেল সার্টিফিকেট দাতা ডাঃ নৃপেন নাথ বর্মন। তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে তদন্ত কমিটি ২৬-৭-৯২ইং ডাক্তার বর্মনের নিকট দরখাস্তকারীর পেপটিক

আলসার রোগ বিষয় লিখিত জবানবন্দি চাহিলে তিনি লিখিত জবানবন্দি দিতে অস্বীকার করেন। তবে তদন্ত কমিটির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন দরখাস্তকারীর রোগ বিষয় তিনি প্রথম তার চিকিৎসা করেন, তিনি তাহার বাড়ীতে যান নাই এবং পূর্বে তাহার সাথে তাহার পরিচয়ও ছিল না। তদন্ত রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ বর্মন কমিটিকে জানান যে অনেক সময় মানবিক কারনে তাহাদিগকে এইরূপ সার্টিফিকেট ও প্রেসক্রিপসান দিতে হয়। দেখা যাইতেছে ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ বর্মন তাহার প্রদত্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট তদন্ত কমিটির সামনে সমর্থন করেন নাই তথা দরখাস্তকারীর রোগ চিকিৎসার কথা সমর্থন করেন নাই। দরখাস্তকারী তাহার ছুটির দরখাস্তে বলিয়াছেন যে ডাক্তারকে তাহার বাড়ীতে আনিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ তদন্ত কমিটির কাছে বলিয়াছেন যে তিনি দরখাস্তকারীর বাড়ীতে যান নাই। সুতরাং ডাক্তার নৃপেন্দ্র নাথ দ্বারা দরখাস্তকারীর চিকিৎসা করার দাবী টিকে না। ডাক্তার নৃপেন্দ্র নাথ বর্মন বাদীরই লোক সেহেতু তিনি বাদীকে (দরখাস্তকারীকে) অসুখের সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন। তদন্ত কমিটি ডাক্তার নৃপেন্দ্র নাথ বর্মনকে জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়াই যে এইরূপ মিথ্যা প্রতিবেদন লিখিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দরখাস্তকারীর অভিযোগ এই যে ডিসিসি শত্রুতাবশতঃ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্যদের প্রভাবিত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু ডি,সি,সি এর সাথে দরখাস্তকারীর শত্রুতা থাকিলে তাহা দরখাস্তকারী তাহার কৈফিয়তেই উল্লেখ করিতেন। সুতরাং তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রভাবিত হওয়ার উক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। দেখা যাইতেছে সিনিয়র কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। নিরাপত্তা প্রহরী বা ডিসিসি দ্বারা তাহারা প্রভাবিত হওয়ার লোক নহে। তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা প্রশ্ন করার মত কিছু দেখিতেছি না। দরখাস্তকারী তাহার রোগ সম্পর্কে ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ বর্মনের ৬-২-৯২ইং তারিখের পূর্বেকার কোন সার্টিফিকেট বা প্রেসক্রিপশন আদালতে দাখিল করেন নাই। দেখা যাইতেছে তদন্ত কমিটি মিলের ডাক্তারকে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং ডাক্তার বলিয়াছেন X-Ray ছাড়া পেপটিক আলসার নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। দরখাস্তকারী তাহার (pepticulcer) রোগ সম্পর্কে কোন X-Ray রিপোর্ট দাখিল করেন নাই। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় তাহারা ২৫ নং সাক্ষ্যের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া বিস্তারিত তদন্ত করিয়াছেন। সাক্ষীরা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পোষকতায় সাক্ষ্য দিয়াছে। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি অবশ্যই আভ্যন্তরীণ তদন্তের (Domestic Enquiry) বিষয়। শ্রম আদালত এ ব্যাপারে (Court Revision) মাত্র, আপীল আদালত নহে। তবে দরখাস্তকারী কর্তৃক ডিসিসি ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আনীত আক্রোশ/শত্রুতার অভিযোগটি পরীক্ষার জন্যই প্রাসংগিকভাবেই (incidentally) কিছু বাড়তি আলোচনা করিলাম। দরখাস্তকারী অভিযোগ তদন্তকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাইয়াছেন কি না তাহাই মুখ্য বিচার্য্য বিষয়। তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীকেও পরীক্ষা করিয়াছে। সাক্ষীগণের সাক্ষ্যপত্রে দেখা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী আবুল কাশেম তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং সাক্ষীরা তাহাকে তদন্ত কমিটির সামনে সনাক্ত করিয়াছে। সাক্ষীরা সাক্ষ্যপত্র সহিও করিয়াছে। দরখাস্তকারীও তাহার সাক্ষ্যপত্রে সহি করিয়াছেন। দরখাস্তকারীর নিজের সাক্ষ্য থেকেও দেখা যাইতেছে তাহার উপস্থিতিতেই সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীকে তাহার কর্মস্থলত্যাগের সময় সম্পর্কে বিভাগীয় প্রধানের (ডিসিসি সফিউল ইসলামের) সাক্ষ্য দানকালে প্রদত্ত উক্তির প্রতি দরখাস্তকারীকে মন্তব্য করতে বলা হইলে তিনি তাঁহার মন্তব্য দেন। দরখাস্তকারী আরও বলেন যে বিভাগীয় প্রধানের সহিত তাহার কোন মনোমালিন্য নাই। যদিও আরজিতে ডিসিসির সহিত তাহার শত্রুতার কথা বলা হইয়াছে। তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে। ড্রেন বন্ধ করায় কতিপয় কর্মচারী দরখাস্তকারীর উপর যে ক্ষিপ্ত এ ব্যাপারে দরখাস্তকারীর কোন সাক্ষী আছে কিনা এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে দরখাস্তকারী বলেন যে তাহার "কোন সাক্ষী নাই"। দরখাস্তকারীর নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সাক্ষী (সাফাই সাক্ষী) মান্য করিতে বলিলে দরখাস্তকারী বলেন যে তাহার কোন সাক্ষী নাই। অর্থাৎ দরখাস্তকারীকে যে ঘটনার রাত্রে রাত ১২.৫ মিনিটে মেইন গেট দিয়া বাহির হইয়াছেন সেইরূপ কোন সাক্ষী দিতে

পারেন নাই যদিও তদন্ত কমিটি তাহাকে সেই সুযোগ দিয়াছিল। দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতে নিরাপত্তা হাবিলদার আবু তালেবের যে বক্তব্য নেওয়া হয় তাহা দরখাস্তকারীকে পড়িয়া শোনানো হয় এবং উহাতে দরখাস্তকারী সহিও করেন। দরখাস্তকারীকে উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হইলে তিনি বলেন যে তিনি উহার সহিত একমত নহেন। তদন্ত কার্যক্রম তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে দরখাস্তকারীর সম্মুখেই সাক্ষীগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য পত্রে দরখাস্তকারীর সহিও নেওয়া হইয়াছে। তবে অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্যও যে দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতে নেওয়া হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই (আলোচনা দ্রষ্টব্য)। দরখাস্তকারীর আইনজীবী ৪২ ডি, এল, আর, এর ২২৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত (Eastern Pharmaceuticals Ltd. Dhaka Vs. Chairman, First Labour Court, Dhaka and others নজীরের বরাত দেন। উহাতে বলা হইয়াছে "There is nothing in the recorded evidence that the worker has put signature on any page of the deposition sheet of the said witnesses and therefore, the Labour Court has rightly held that the witnesses were examined behind the back of the worker."

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে দরখাস্তকারীর সম্মুখেই সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এমন কি দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটি সাফাই সাক্ষী দিবার জন্যও আহবান করিয়াছিল। কিন্তু দরখাস্তকারী বলিয়াছেন যে তাহার কোন সাক্ষী নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তদন্তকালে দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ব সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার উপস্থিতিতেই তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে যে তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ লোক দ্বারা গঠিত হইয়াছিল এবং তাহারা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান করিয়াছে। শত্রুতা ও আক্রোশবশতঃ দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করা হয় নাই।

২নং নির্ধারণী বিষয় হাঁ-সূচকভাবে এবং ৩নং নির্ধারণী বিষয় না-সূচকভাবে নিষ্পত্তি করা হইল।

৪নং নির্ধারণী বিষয়:

ফলতঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার অর্থাৎ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রতিকার পাইতে পারেন না। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর অসাদাচরণের। প্রতিপক্ষ জবাবে বলিয়াছেন তাহারা শাস্তি প্রদানের পূর্বে Gravity of the misconduct, Previous service records, aggravating and ext nuating circumstances বিবেচনা করিয়াছেন যদিও দরখাস্ত আদেশে (প্রদ-৬) উক্ত বিষয় উল্লেখ করেন নাই। দরখাস্তকারীর অপরাধ গুরুতর বিধায় দরখাস্ত ব্যতীত অন্য কোন দণ্ড অনুষ্ঠিত সমুচিত নহে। সুতরাং দরখাস্তকারীর কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

অতএব, আদেশ হইল যে

অত্র মোকদ্দমা (দোতরফ) বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়। পক্ষদ্বয়কে জ্ঞাত করানো হোক।

স্বা:
(মো: আব্দুর রশিদ)
চেয়ারম্যান।
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক :-জা নেসা
২৩-১১-৯৪
তুলনাকারক :
পেশকার
শ্রম, আদালত, রাজশাহী।

আমার কথিত মতে লিখিত ও
আমার দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।
স্বা:
(মো: আব্দুর রশিদ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
(মো: খোরশেদুল হক ভূঞা)
রেজিষ্ট্রার
শ্রম, আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত

মহিষবাথান, রাজশাহী।

আই, আর, ও কেস নং ২১/৯৪

দরখাস্তকারী : মোঃ আবদুল জব্বার মণ্ডল, পিতা মৃত রাইসুদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম জয়পুরহাট। পূর্ব বাজার আরাফাত নগর, জেলা জয়পুরহাট।

বনাম

প্রতিপক্ষ : ১। জেনারেল ম্যানেজার, জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ, পোঃ ও জেলা জয়পুর হাট।

২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সুগার এণ্ড ফুড ইণ্ডাষ্ট্রী জ কর্পোরেশন, ১১৫-১২০, আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—মোকাবেলা প্রতিপক্ষ।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১৮ তারিখ ২০-১২-১৯৯৪

অদ্য মামলাটি বিবাদীপক্ষের অতিরিক্ত জবাব দাখিলের জন্য ধার্য্য আছে। বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মৌখিকভাবে জানান অতিরিক্ত জবাব দাখিল করিবেন না। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, বাদীকে পদোন্নতি দেওয়া হইলে সেই পদে যোগদান করায় অত্র মোকদ্দমা পরিচালনা করার আর কোন প্রয়োজন নাই বিধায় মোকদ্দমাটি প্রত্যাহার করিয়া নিবার জন্য উল্লেখ করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিউল আলম ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। শুনিলাম। আবেদন মঞ্জুর।

আদেশ হইল যে,

অত্র মোকদ্দমা প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্তকারীকে অনুমতি দেওয়া গেল।

স্বাঃ
মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক : জা, নেসা।
২৪-১২-১৯৯৪

তুলনাকারক :
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,
মহিষবাথান, রাজশাহী।

আই, আর, ও কেস নং ৩৮/৯৪

দরখাস্তকারী মোঃ শাহবাজ উদ্দিন সরকার, সহকারী শিক্ষক, ডাংগীরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, সাং বারঘরিয়া, পোঃ ডাংগীরহাট, থানা তারাগঞ্জ, জেলা রংপুর।

বনাম

প্রতিপক্ষ : ১। প্রধান শিক্ষক, ডাংগীর হাট উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ ডাংগীরহাট, থানা তারাগঞ্জ, জেলা রংপুর।

২। সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, ডাংগীরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ ডাংগীরহাট, থানা তারাগঞ্জ, জেলা রংপুর।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান।

আদেশ নং-৫ তারিখ ২৬-১২-১৯৯৪

নথি উপস্থাপন করা হইল। বাদী নিজেই দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, অর্থনৈতিক কারণে মামলা পরিচালনা করিতে না পারায় তুলিয়া নিবার জন্য প্রার্থনা করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। দরখাস্তকারীকে শুনিলাম। দরখাস্তকারী মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে চান। প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত। যাহোক, দরখাস্তকারী মামলা তুলিয়া নিতে চাহিলে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল।

আদেশ হইল যে,

দরখাস্তকারীকে মামলা তুলিয়া নিতে অনুমতি দেওয়া গেল। (ভি ও পি)।

স্বাঃ
মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক : জা নেগা।
২৬-১২-১৯৯৪।

তুলনাকারক :
পেশকার
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,
মহিষবাথান, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং ৯/৯৪

বাদী : মো: আবু হাসান, পিতা মৃত আছের উদ্দিন, সাং তারাপুর, থানা পুঠিয়া, জেলা রাজশাহী

বনাম

আসামী : ১। মো: আশরাফুল আহসান, পার্টনার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
২। মো: আমিরুল ইসলাম, পার্টনার,
৩। মো: সাজেদুর রহমান, পার্টনার,
৪। মো: মাজেদুল হক, পার্টনার,
৫। মো: মাসুম, পার্টনার,
৬। মো: মুরাদ, পার্টনার, মুক্তা সিনেমা হল, পুঠিয়া, সকলের পিতা মো: আজিজুল হক (গেদা মিয়া), সর্বসাং ঝলমলিয়া, পো: জিউপাড়া, থানা পুঠিয়া, জেলা রাজশাহী।

উপস্থিত : জনাব মো: আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব মো: আবুল কাশেম, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোহাম্মাদ মহসীন, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ-নং ৫ তারিখ ২৭-১২-১৯৯৪

অদ্য আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য ধার্য্য আছে। বাদী নিজেই দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, বাদী ও আসামীগণ সকল বিরোধ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। বিধায় মোকদ্দমা চালাইবার আর প্রয়োজন নাই। তাই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য আদেশ দিতে মর্জি হয়। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আখুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী হলফনামা জবানবন্দি করিয়া বলেন যে, তিনি মোকদ্দমা উঠাইয়া নিতে চাহেন। আবেদন মঞ্জুর।

আদেশ হইল যে,

বাদীকে অত্র মোকদ্দমা উঠাইয়া নিতে অনুমতি দেওয়া হইল।

স্বা:
মো: আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক : জা, নেসা।
২৯-১২-১৯৯৪।

তুলনাকারক :

পেশকার
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

মো: খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিষ্টার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত
মহিষবাথান, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং ১০/৯৪

বাদী : মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পিতা মোঃ ফজলুল হক, সাং গণ্ডগোহালী, থানা-পুঠিয়া, জেলা রাজশাহী।

বনাম

আসামী : ১। মোঃ আশরাফুল আহসান, পার্টনার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
২। মোঃ আমিরুল ইসলাম, পার্টনার,
৩। মোঃ সাজেদর রহমান, পার্টনার,
৪। মোঃ সাজেদুল হক, পার্টনার,
৫। মোঃ মাসুম, পার্টনার,
৬। মোঃ মুরাদ, পার্টনার, মুক্তা সিনেমা হল, পুঠিয়া, সকলের পিতা মোঃ আজিজুল হক (গেদা মিয়া), সর্বসাং ঝলমলিয়া, পোঃ জিউপাড়া, থানা পুঠিয়া, জেলা রাজশাহী।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোহাম্মদ মহসীন, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৫ তারিখ ২৭-১২-১৯৯৪

অদ্য আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য ধার্য্য আছে। বাদী নিজেই দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, বাদী ও আসামীগণের মধ্যে সকল বিরোধ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। বিধায় মোকদ্দমা চালাইবার আর প্রয়োজন নাই। তাই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য আবেদন করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী কোর্টে হলফনামা জবানবন্দি করিয়া বলেন যে, তিনি মোকদ্দমা উঠাইয়া নিতে চাহেন। আবেদন মঞ্জুর।

আদেশ হইল যে,

বাদীকে অত্র মোকদ্দমা উঠাইয়া নিতে অনুমতি দেওয়া হইল।

স্বাঃ
মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ
অনুলিপিকারক : জা, নেসা।
২৯-১২-১৯৯৪।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

তুলনাকারক :

পেশকার
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,
মহিষবাথান, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং-১১/৯৪

বাদী :- মো: আবদুর রশিদ, পিতা-মৃত বশির উদ্দিন, সাং-পালোপাড়া, থানা-পুঠিয়া, রাজশাহী।

বনাম

আসামী
১। মো: আশরাফুল আহসান, পার্টনার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
২। মো: আমিরুল ইসলাম, পার্টনার,
৩। মো: সাজেদুর রহমান, পার্টনার,
৪। মো: মাজেদুল হক, পার্টনার,
৫। মো: মাসুম, পার্টনার,
৬। মো: মুরাদ, পার্টনার, মুক্তা সিনেমা হল, পুঠিয়া, সকলের পিতা-মো: আজিজুল হক (গেদা মিয়া), সর্বসাং-ঝলমলিয়া, পো: জিউপাড়া, থানা-পুঠিয়া, জেলা-রাজশাহী।

উপস্থিত :-জনাব মো: আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান।

প্রতিনিধিগণ ১। জনাব মো: আবুল কাশেম, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোহাম্মদ নহসিন, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৫ তাং-২৭-১২-৯৪

অদ্য আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য ধার্য্য আছে। বাদী নিজেই দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে বাদী ও আসামীগণের সকল বিরোধ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বিধায় মোকদ্দমা চালাইবার আর প্রয়োজন নাই। তাই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য উল্লেখ করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী কোর্টে হলফনামা জবানবন্দী করিয়া বলেন যে তিনি মোকদ্দমা উঠাইয়া নিতে চাহেন। আবেদন মঞ্জুর।

আদেশ হইল যে,

বাদীকে অত্র মোকদ্দমা উঠাইয়া নিতে অনুমতি দেওয়া গেল।

স্বা:
মো: আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক : জা, নেসা।
২৯-১২-৯৪ ইং

তুলনাকারক :
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
মো: খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিস্ট্রার।
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,
মহিষবাথান, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং-১২/৯৪

বাদী :-মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা-মেরাজুল ইসলাম, সাং-বারইপাড়া, থানা-পুঠিয়া, রাজশাহী।

বনাম

আসামী :— ১। মোঃ আশরাফুল আহসান, পার্টনার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
২। মোঃ আমিরুল ইসলাম, পার্টনার,
৩। মোঃ সাজেদুর রহমান, পার্টনার,
৪। মোঃ মাজেদুল হক, পার্টনার,
৫। মোঃ মাসুম, পার্টনার,
৬। মোঃ মুরাদ, পার্টনার, মুক্তা সিনেমা হল, পুঠিয়া। সকলের পিতা-মোঃ আজিজুল হক (গেদা মিয়া), সর্বস্যাং-ঝলমলিয়া, পোঃ-জিউপাড়া, থানা-পুঠিয়া, জেলা-রাজশাহী।

উপস্থিত :— জনাব মোঃ আবদুর রশিদ,
চেয়ারম্যান।

প্রতিনিধি- ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোহাম্মদ মহসিন, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৫ তারিখ-২৭-১২-৯৪

অদ্য আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী নিজেই দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে বাদী ও আসামীগণের সকলের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বিধায় মোকদ্দমা চালাইবার আর প্রয়োজন নাই। তাই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য নিবেদন করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী আদালতে হলফ্-নামা জবানবন্দি করিয়া বলেন যে তিনি মোকদ্দমা উঠাইয়া নিতে চাহেন। আবেদন মঞ্জুর।

আদেশ হইল যে,

বাদীকে অত্র মোকদ্দমা উঠাইয়া নিতে অনুমতি দেওয়া হইল।

স্বাঃ
মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক :-জা, নেসা।
২৯-১২-৯৪ ইং

তুলনাকারক :
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত
মহিষবাথান, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, কেস নং-২/৯৩

দরখাস্তকারী : ১। মো: আবদুর রশিদ, বুকিং ক্লার্ক, মুক্তা সিনেমা, পুঠিয়া,
পিতা-মৃত বশির উদ্দিন, সাং পালোপাড়া।
২। মো: আবুল কালাম আজাদ, বুকিং ক্লার্ক, মুক্তা সিনেমা, পুঠিয়া,
পিতা-মো: ফজলুল হক, সাং-গণ্ডগোহালী।
৩। মো: আবু হাসান, গেট কিপার, মুক্তা সিনেমা, পুঠিয়া,
পিতা-মৃত আছের উদ্দিন, সাং-তারাপুর।
৪। মো: রফিকুল ইসলাম, গেট কিপার, মুক্তা সিনেমা, পুঠিয়া,
পিতা-মো: সেরাজুল ইসলাম, সাই-বারইপাড়া, সর্বথানা-পুঠিয়া, জেলা-রাজশাহী।

বনাম

প্রতিপক্ষ : ১। মো: আশরাফুল আহসান, পার্টনার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
২। মো: আমিরুল ইসলাম, পার্টনার,
৩। মো: মাজেদুর রহমান, পার্টনার,
৪। মো: মাজেদুল হক, পার্টনার,
৫। মো: মাসুম, পার্টনার,
৬। মো: মুরাদ, পার্টনার, মুক্তা সিনেমা হল, পুঠিয়া, সকলের পিতা-মো: আজিজুল হক, (গেদা মিয়া), সর্বসাং-ঝলমলিয়া, পো:-জিউপাড়া, থানা-পুঠিয়া, জেলা-রাজশাহী।

উপস্থিত :-জনাব মো: আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব মো: আবুল কাশেম, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী
২। জনাব মোহাম্মদ মহসিন, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-২৯ তারিখ-২৭-১২-৯৪

অদ্য মামলাটি আপোষনামা ব্যর্থতায় প্রতিপক্ষের সাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। বাদী ও বিবাদী পক্ষ উভয়ে একত্রে দরখাস্তের মাধ্যমে সোলেনামা দাখিল করিয়াছেন। অত্র মামলার ৩নং বাদী আবু হাসান সকল বাদীগণের পক্ষে মৌখিক জবানবন্দি দিয়াছেন। তিনি মোকদ্দমাটি সোলেসূত্রে না চালানো হেতু খারিজ করার আবেদন করেন। সোলেনামার শর্ত আইনানুগ, উহা রেকর্ড করা হইল।

আদেশ হইল যে,

সোলেসূত্রে অত্র মোকদ্দমা খারিজ করা হইল।

স্বা:
মো: আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক : জা, নেগা,
২৯-১২-৯৪ ইং

তুলনাকারক :
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
মো: খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত

মহিষবাথান রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৪৬/৯৪

১ম পক্ষ: রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

বনাম

২য় পক্ষ: সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন, লালমনিরহাট (রেজিঃ নং রাজ-৬০৮) গোশালা বাজার লালমনিরহাট।

উপস্থিত: জনাব মোঃ আবদুর রশিদ,
চেয়ারম্যান।

আদেশ নং-৪ তারিখ-৩১-১২-৯৪।

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীপক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। অদ্যও বিবাদীপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল।

দরখাস্তকারীর প্রতিনিধিকে শুনিলাম। আরজী ও উহার সংশোধনী যাহা আরজির একাংশ দেখিলাম। দরখাস্তকারীর অভিযোগ এই যে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত রিটার্ন দাখিল করে নাই। অধিকন্তু ইউনিয়নটির অস্তিত্ব নাই মর্মেও অভিযোগ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলাপ করিলাম।

আদেশ হইল যে,

অত্র মোকদ্দমা একতরফা সূত্রে মন্জুর হয়। দরখাস্তকারীকে দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন লালমনিরহাট (রেজিঃ নং রাজ-৬০৮) এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতি দেওয়া গেল।

স্বাঃ
মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক: জা, নেসা।
৩১-১২-৯৪ ইং

তুলনাকারক:
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা।
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,

মহিষবাথান, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-৫-৯৩

বাদী: মোঃ গোলাম রাব্বানী, পিতা-মৃত সিরাজউদ্দিন, সভাপতি, কুড়িগ্রাম, সি এণ্ড বি নৌকা ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯৭০), সাং-টেনারী পাড়া, পোঃ ও জেলা কুড়িগ্রাম।

বনাম

আসামী: মোঃ উমেদ আলী, পিতা-মৃত হুপেন, সাং-চর কুড়িগ্রাম, পোঃ ও জেলা-কুড়িগ্রাম।

উপস্থিত: জনাব মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান।

প্রতিনিধি: ১। জনাব মোঃ সাজেদুর রহমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং-২৫ তারিখ-১০-১-৯৫

অদ্য বাদী পক্ষে হস্তলিপি ও হাতরেখা বিশারদের ফিসের টাকা চালানযোগে জমা দেওয়ার জন্য ধার্য আছে। বাদী আইজীবির মাধ্যমে মামলা উঠাইয়া লইবার জন্য আবেদন করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। উভয় পক্ষকে শুনিলাম। আবেদন মন্জুর করা হইল।

আদেশ হইবে যে,

বাদীকে অত্র ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে অনুমতি দেওয়া গেল।

স্বাঃ
মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অনুলিপিকারক: জা, নেগা।
১৯-১-৯৫ ইং

তুলনাকারক:
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি
মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিস্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।